سُوْرَةُ الْفَاطِرِ مَكِّيَّةٌ

(৩৫)

৩৫-সূরা আল্ ফাতের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা এবং ফিরিশ্‌তাগণকে বার্তাবহরূপে নিযুক্তকারী, যাহারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট । সৃজনে তিনি যত চাহেন বৃদ্ধি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলে উহার প্রতিরোধকারী কেহ নাই; এবং তিনি (উহাকে) প্রতিরোধ করিলে তাঁহার পরে উহার উন্মুক্তকারী কেহ নাই; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ④

৪। হে মানব মণ্ডলী ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত নাযেল হইয়াছে উহাকে তোমরা স্মরণ কর । আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও যমীন হইতে রিয্‌ক দেয় ? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই । তথাপি তোমাদিগকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

৫। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ সকল বিষয় (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۣ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑥

৬। হে মানব মণ্ডলী ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রতারণা না করে ।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑦

৭। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও । সে নিজের দল-বলকে শুধু এই জন্যই ডাকে যেন তাহারা দোযখবাসী হয় ।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অবধারিত আছে।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৯। অতএব যে ব্যক্তির জন্য তাহার কুকর্মকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিয়াছে সে কি (কখনও হেদায়াত পাইতে পারে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বিভ্রান্ত হইতে দেন, এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; সুতরাং তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হইয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

১০। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, যাহা মেঘমালাকে বহন করে; অতঃপর আমরা উহাকে কোন মৃতদেশের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর আমরা উহার দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া তুলি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۗ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

১১। যে কেহ সম্মান চাহে সে যেন স্মরণ রাখে যে, সব সম্মান আল্লাহ্র জন্য। পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁহারই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত ও সম্মানিত করে; এবং যাহারা কুকর্মসমূহের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে— তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়াছেন। এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য অত্যন্ত সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۗ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ

১৩। এবং এমন দুই সমুদ্র কখনও সমান হইতে পারে না, একটির পানি সুমিষ্ট-সুস্বাদু এবং সুপেয় এবং অপরটির পানি লবণাক্ত এবং ঝাঁঝাল। এবং (ইহা সত্ত্বেও) তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হইতে তাজা মাংস আহার কর এবং অলংকার বাহির কর যাহা তোমরা পরিধান কর। তুমি উহাতে তরঙ্গসমূহ বিদীর্ণ করিয়া নৌযানগুলিকে যাইতে দেখ, যেন তোমরা তাঁহার

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন (তোমরা তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٤﴾

১৪। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান। এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (সব সৃষ্টির) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; (উহাদের মধ্যে) প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মিয়াদ অনুযায়ী ধাবমান আছে। এই আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই জন্য আধিপত্য; এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক তাহারা খর্জুর আঁটির মধ্যকার ঝিল্লিরও মালিক নহে।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٥﴾

১৫। যদি তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহা হইলে তাহারা কখনও তোমাদের ডাক শুনিবে না, আর শুনিলেও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য উহা কবুল করিতে পারিবে না। এবং কিয়ামতের দিন তাহারা তোমাদের (তাহাদিগকে আল্লাহ্র সঙ্গে) শরীক করাকে অস্বীকার করিবে। বস্তুতঃ তোমাকে সর্বজ্ঞাতা সত্তার ন্যায় সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

ع ৮

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٦﴾

১৬। হে মানব মণ্ডলী! তোমরাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তিনি, যিনি প্রভূত সম্পদশালী, পরম প্রশংসিত।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٨﴾

১৮। এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নহে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কাহারও ভার বহন করিতে পারিবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তাহার ভার বহনের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিলে তাহার ভার হইতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হইবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন। তুমি কেবল ঐ সকল লোককেই সতর্ক করিতে পার যাহারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজেরই আত্মার কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহ্রই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন হইবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

২০। বস্তুতঃ সমান হইতে পারে না অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২১। এবং না অন্ধকার ও না আলো

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২২। এবং না ছায়া এবং না রৌদ্র

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং সমান হইতে পারে না জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন শ্রবণ করান; কিন্তু যাহারা কবরে আছে তুমি তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় তাহাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং জ্যোতির্ময় কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٧﴾ ع

২৭। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব (এখন তাহারা দেখিয়া লউক) আমাকে অস্বীকার করার ফল কিরূপ হইয়া থাকে!

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফল উৎপাদন করি, এবং পর্বতসমূহের মধ্যে কতক পাহাড় আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং অনুরূপভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যাহা কখনও বিফল হইবে না,

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩১। যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (আমলের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমরা তোমার নিকট এই কিতাব হইতে যাহা ওহী করিয়াছি উহা নিশ্চিত সত্য এবং উহার পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাহাদের অবস্থা দেখিতেছেন।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতঃপর আমরা (সদা) ঐ সকল লোককে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমরা আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ আত্মার প্রতি যুলুমকারী, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কর্মে (অন্যদের মোকাবেলায়) অগ্রগামী। ইহাই হইতেছে (আল্লাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। (তাহাদের বিনিময়) চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ হইবে, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকণ এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী;

الَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে এমন স্থায়ী আবাসগৃহে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে আমাদিগকে কোন দুঃখও স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদিগকে স্পর্শ করে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন। তাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হইবে না যাহার ফলে তাহারা মরিয়া শেষ হইতে পারে, এবং তাহাদের জন্য উহার আযাবও লাঘব করা হইবে না। এইভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকি।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা উহাতে চিৎকার করিবে এবং বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে (এই জাহান্নাম হইতে) বাহির কর, আমরা সৎকর্ম করিব উহার পরিবর্তে যাহা আমরা প্রথম জীবনে করিতাম।' (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? অথচ তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল। অতএব (এখন) তোমরা ইহা ভোগ কর, কারণ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হয় না।'

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত কথা খুব ভালভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৪০। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব যে কুফরী করিবে তাহার কুফরীর শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। বস্তুতঃ কাফেরদিগকে তাহাদের কুফরী তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষেই বাড়াইতেছে, এবং কাফেরগণের কুফরী শুধু তাহাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করিতেছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক ? তোমরা আমাকে দেখাও যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে অথবা আকাশসমূহে তাহাদের কোন অংশ আছে ? অথবা আমরা কি তাহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যে, তাহারা উহাতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর কায়েম আছে ?' বরং যালেমগণ একে অপরের সংগে শুধু প্রবঞ্চণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উভয়ে স্থানচ্যুত না হইয়া পড়ে। এবং যদি উহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহাদিগকে রুখিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত কসম খাইয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করে তাহা হইলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করিল, তখন তাহার আগমন কেবল তাহাদের ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দিল,

৪৪। কারণ তাহারা পৃথিবীতে অনেক বড় হইতে চাহিয়াছিল এবং হীন ষড়যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিল বস্তুতঃ হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কি শুধু পূর্ববর্তীদের রীতির (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করিতেছে না ? অতএব তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাইবে না; এবং আল্লাহ্‌র নিয়মকে কখনও টলিতে দেখিবে না।

৪৫। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই (যদি করিত), তাহা হইলে তাহারা দেখিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল ? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কোন বস্তু তাহাকে বিফল করিতে পারে; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৪৬। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরিতেন তাহা হইলে তিনি ধরাপৃষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া আসে, তখন সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে ভালভাবে দেখিতেছিলেন।

৫ [৮] ১৭

اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ
الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا
كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي
الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى
ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ
بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾